আমাদের সময়

তারিখ 13 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণেও ফল মেলেনি অধিকাংশ শিক্ষার্থীর

এম এইচ রবিন

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল চ্যালেঞ্জ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না পরীক্ষার্থীদের। পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করে টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে তাদের। অন্যদিকে স্ফীত হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডের টাকার ভাণ্ডার। উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের প্রবিধান যুগোপযোগী না হওয়ায় প্রত্যাশিত মূল্যায়ন থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে বলে মতপ্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা।

২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের শিক্ষার্থীদের পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে নতুনভাবে পাস করেছে ৬৪ শিক্ষার্থী। এছাড়া জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৩ জনসহ এ বোর্ডের ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে ২১৯ পরীক্ষার্থীর। কুমিল্লা বোর্ডে ১১৬, সিলেট বোর্ডে ৪৬, মাদ্রাসা বোর্ডে ৬২, যশোর বোর্ডে ২৪৪, দিনাজপুর বোর্ডে ৬৫, ঢাকা বোর্ডে ৬৬৯ শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হয়েছে। ডিআইবিএসে ২০ জনের ফল পরিবর্তিত হয়েছে।

২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছরের এইচএসসি ও সমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ৬১ হাজার ৬১৪ জন। পাস করেছে ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। ফল পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করেছে ৩ লাখ ১০ হাজার ৭৯ জন। অর্থাৎ ফেল ও পাস– এই দুই ক্যাটাগরিতে উভয় ফলের বিপরীতে চ্যালেঞ্জকারীর সংখ্যা ২৯ দশমিক ২০ শতাংশ। বোর্ড প্রতিটি বিষয়ে আবেদন ফি নিয়েছে ১৫০ টাকা। এই হিসাবে বোর্ডে জমা হয়েছে ৪ কোটি ৬৫ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা।

এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কি কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি– এমন প্রশ্নে আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক আমাদের সময়কে বলেন, পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ আবেদনকারী জিপিএ

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণেও ফল

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বাড়াতে চায়। জানা গেছে, ফেল থেকে পাস নয়, বরং পাস করেছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত জিপিএ পায়নি এমন আবেদন করেছে অনেক শিক্ষার্থী। বিভিন্ন বোর্ডে ইংরেজি প্রশ্ন কঠিন এবং তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তিতে এবার প্রথম সৃজনশীল প্রশ্ন হওয়ায় সার্বিক পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কমে যায়। আর গত ৬ বছরের মধ্যে এবার প্রথম রেকর্ড পরিমাণ আবেদন পড়েছে। সন্তোষজনক ফলাফল না হওয়ায় পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে ইংরেজি ও তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের। সাধারণত দুই ধরনের শিক্ষার্থী ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছে। অকৃতকার্য এবং কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া। এর মধ্যে গত কয়েক বছর পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অকৃতকার্যদের চেয়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েও আবেদন করেছে এমন শিক্ষার্থীও রয়েছে। কারণ একটি বা দুটি বিষয়ে জিপিএ-৫ না পাওয়ায় চ্যালেঞ্জ করেছে অনেক শিক্ষার্থী। আর উচ্চমাধ্যমিকে এ সংখ্যা আরও বেশি হয়। কারণ এ ফলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি যুক্ত।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপকমিটির আহ্বায়ক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ আমাদের সময়কে জানান, ঢাকা বোর্ডে আবেদন পড়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৮০৯। এর মধ্যে ইংরেজি ও তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে আবেদন বেশি। এ দুটি বিষয়ে যথাক্রমে আবেদন পড়েছে ১৪ হাজার ১৯৩ ও ১৪ হাজার ২৩টি। এছাড়া অন্যান্য বোর্ডেও এ বিষয়ে আবেদন বেশি পড়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার পাশাপাশি উত্তরপত্র মূল্যায়নের আবেদনের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে না মূল্যায়ন পদ্ধতি। এতে অনেকটা প্রতারিতই হচ্ছে শিক্ষার্থীরা– এমন অভিযোগ অভিভাবকদের।

এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান আমাদের সময়কে বলেন, বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। নিজেদের আয় দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। বোর্ডের শীর্ষ কয়েকটি পদে নিয়োগ দেওয়া হয় প্রেষণে। বাকিদের বোর্ড থেকেই বেতন-ভাতার ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই অর্থ আসে বোর্ডের সেবা খাতের ফি থেকেই। পুনর্নিরীক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে তিনি জানান, পুনর্নিরীক্ষণে মোট ৪টি দিক দেখা হয়। এগুলো হলো উত্তরপত্রে সব প্রশ্নের সঠিকভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বর গণনা ঠিক রয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর শিটে উত্তোলনে ভুল হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট ঠিক আছে কিনা।